কোন পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ খবরের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা নিরন্তন নজরে

সুপ্রভাত বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র

supravatbangla.com

সুপ্রভাত বাংলা | বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৭৫ - সোমবার ১৩ জুলাই ২০২৬ - ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ | PRGI No. WBBEN/25/A1519 | মূল্য ৪ টাকা ৪ পাতা



আমেরিকাকে আলোচনায় বসার বার্তা ভারতের



শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে টানা ১৪ দিন অনশন



পুলিশের সঙ্গে সংঘাত বিজেপি কর্মীদের



E20 জ্বালানিতে কমবে মাইলেজ

কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে কমিটি গঠন

সুপ্রভাত বাংলাঃ পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করার লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে একটি কমিটি । যার নাম দেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল ডিলিমিটেশন কমিটি । স্পেশাল কমিশনার এই কমিটির চেয়ারম্যান । আমন্ত্রিত হিসেবে আছেন ডিইও নর্থ, ডিইও সাউথ এবং দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক কয়েকদিন আগে কলকাতা পুরনিগমের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেই অনুষ্ঠান থেকে তিনি জানিয়ে গিয়েছিলেন, কলকাতা পুরনিগমের ভোট হবে চলতি বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যেই । পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ভোটের আগে কলকাতার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হবে । এবার সেই লক্ষ্যে গঠিত হল সেন্ট্রাল ডিলিমিটেশন কমিটি । কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কমিটির মাথায় থাকছেন পুর স্পেশাল কমিশনার সৌম্য ভট্টাচার্য । কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন চিফ ল-অফিসার মহম্মদ সেলিম আনসারী, যুগ্ম কমিশনার জ্যোতির্ময় তাঁতি, ডিজি সিভিলের জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, চিফ ম্যানেজার রেভিনিউ (নর্থ) সৌভিক সিকদার, চিফ ম্যানেজার রেভিনিউ (সাউথ) ভাস্কর ভট্টাচার্য, চিফ ম্যানেজার রাখি গঙ্গোপাধ্যায় ও মুকুলরঞ্জন বারুই, চিফ ভেক্টর অফিসার দেবাশিস বিশ্বাস । মেম্বার সেক্রেটারি হয়েছেন চিফ ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ার নীতীশ বসাক । মোট 200টি ওয়ার্ড করার লক্ষ্যে এই কমিটি ওয়ার্ডগুলির সীমা নির্ধারণ স্ক্রুটিনি করবে । অঞ্চল বিন্যাস করবে । এই কমিটি ডিলিমিটেসনের কাজ নজরদারি করবে, পরামর্শ দেবে । এই কমিটি সহযোগিতা করবে বরো ডি কমিটিকে । যাতে বরো এলাকাগুলি সুষ্ঠুভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায় । এর জন্য সকল সদস্যকে ট্রেনিং দেওয়া হবে । পুরনিগম সূত্রে খবর, এক একটি ওয়ার্ডে 15000-16000 ভোটার রাখা হবে । আয়তনের দিকে বিচার করা হবে । পরিষেবার ভাগ কী হবে, সেটাও দেখা হবে । 56টি ওয়ার্ড বাড়লে বাড়বে বরোর সংখ্যাও । পাশাপশি কলকাতা পুরনিগমের মূল ভবনে অধিবেশন কক্ষের অভ্যন্তরে বসার জায়গা বাড়ানো পরিকল্পনা চলছে । কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য ডিস্ট্রিক ইলেকশন অফিসার (নর্থ), ডিস্ট্রিক ইলেকশন অফিসার (সাউথ), জেলাশাসক (দক্ষিণ 24 পরগনা) । এই কমিটির রিপোর্ট আগামী 27 তারিখের মধ্যেই কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসকের কাছে জমা পড়বে । কলকাতায় বড় ওয়ার্ডগুলির মধ্যে আছে 58, 109, 65-র মতো ওয়ার্ড । এসআইআর পর্ব শেষে এখানে 45 থেকে পঁচাশি হাজারের কাছাকাছি ভোটার সংখ্যা রয়েছে । এদিকে, কেন্দ্রীয় কমিটির মতো প্রতিটি বরো এলাকায় সিভিল বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে মাথায় রেখে 5-6 জনের একটি বরো ডিলিমিটেশন কমিটিও গঠন করা হয়েছে । কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "প্রস্তুতি চলছে । চলতি মাসের 27 তারিখের মধ্যেই প্রশাসক ও পুর কমিশনারের স্মিতা পাণ্ডের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে । তার ভিত্তিতে তিনি সুপারিশ করবেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ।"

ছাত্রীকে অচৈতন্য করে যৌন নির্যাতন

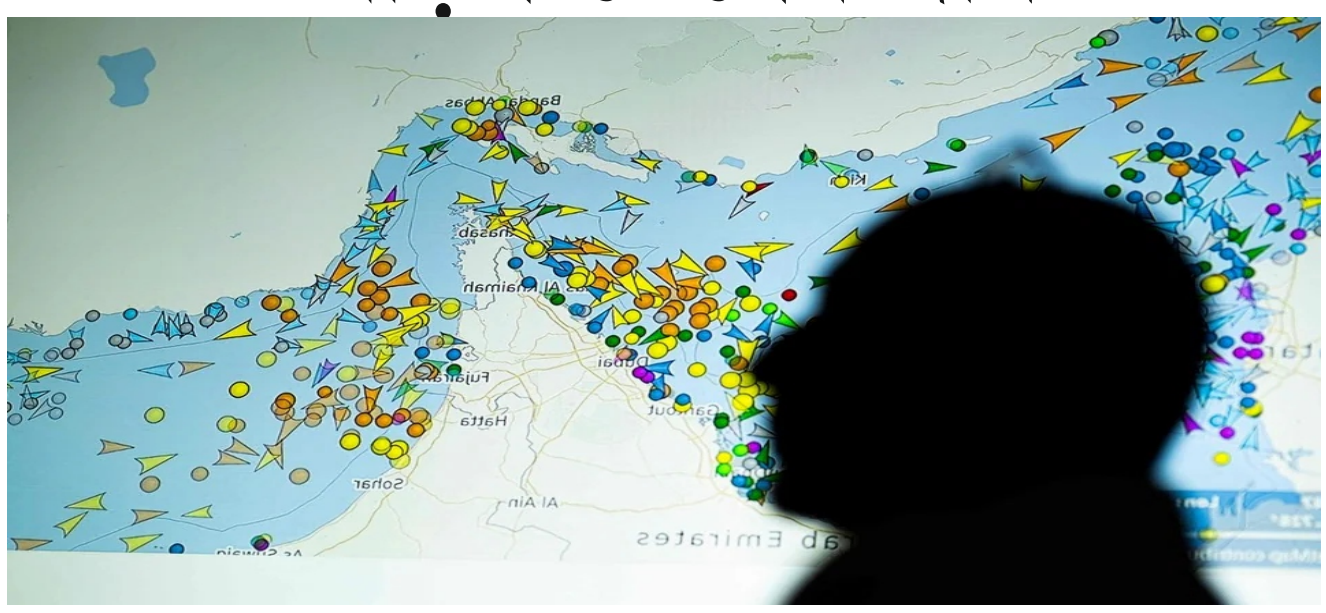
সুপ্রভাত বাংলাঃ লাবনী মান্নাঃ অচৈতন্য করে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে । পড়ানোর নাম করে বাড়িতে ডেকে মাদক খাইয়ে অভিযুক্ত এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ । ঘটনাস্থল লেকটাউন । নাবালিকার পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেগৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন চারেক আগে ওই কিশোরীকে নিজের বাড়িতে পড়তে ডেকেছিলেন গৃহশিক্ষক । পুলিশে দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, পড়ানোর নাম করে একটি ফাঁকা ঘরে তাকে নিয়ে যান অভিযুক্ত । সেখানেই কিশোরীকে পানীয় দেন তিনি । সেটি পান করার পর তার মাথা ভারী হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে সে । মনে করা হচ্ছে ওই পানীয়তে কড়া মাত্রায় মাদক জাতীয় কোনও ওষুধ মেশানো ছিল । অভিযোগ, কিশোরী জ্ঞান হারালে তাকে যৌন নির্যাতন করেন ওই গৃহশিক্ষক । জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে অসংলগ্ন অবস্থায় দেখে সে বুঝতে পারে, তাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে । সেই সময় নির্যাতিতা নাবালিকা অসুস্থবোধ করায়, কোনও প্রকার প্রতিবাদ না-করেই বাড়ি ফিরে আসে । বাড়ি ফিরেও সে পরিবারের কাউকে কিছু বলেনি । ভয় ও অপমানে প্রায় তিনদিন চুপ করেছিল নির্যাতিতা । কিন্তু, ক্রমশ সে অসুস্থ হতে থাকে । মানসিকভাবেও ভেঙে পড়তে থাকে । তখন বাড়িতে বিষয়টি জানায় সে । এরপর শনিবার রাতে পরিবারের তরফে লেকটাউন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিযুক্ত গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে । পকসো আইনে পুলিশ মামলা রুজু করেছে । অভিযোগ দায়ের হতেই তৎপরতার সঙ্গে তদন্তে নামে পুলিশ প্রশাসন । রাতেই অভিযুক্ত গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করা হয় । নির্যাতিতা নাবালিকা শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে পুলিশের তরফে । লেকটাউন থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । নির্যাতিতার জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে । অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা । অন্যদিকে, রবিবার ধৃতকে বিধাননগর আদালতে পেশ করা হয় । আদালতে তোলার সময় তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন । তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক ।

সদ্যোজাতের রক্তাক্ত দেহ

সুপ্রভাত বাংলাঃ পুরুলিয়ার বলরামপুরের বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতাল । শৌচালয় থেকে উদ্ধার হল সদ্যোজাতের রক্তাক্ত দেহ । রবিবার সকালে রোগীর পরিজনরাই প্রথম হাসপাতালের পুরুষ শৌচালয়ের ভিতরে সদ্যোজাতের দেহ দেখতে পান । ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে বাঁশগড় এলাকায় । কে বা কারা শিশুটিকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালের দিকে গ্রামীণ হাসপাতালে তেমন লোকজনের ভিড় ছিল না । কিন্তু, বেলা গড়াতে রোগী বাড়তে থাকে । হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়রা পুরুষ শৌচালয়ে ঢুকতেই মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই সদ্যোজাতকে দেখতে পান । তাঁরাই হাসপাতালের নার্স এবং চিকিৎসকদের বিষয়টি জানান । দ্রুত হাসপাতালের কর্মীরা সেখানে পৌঁছে চিকিৎসকের উপস্থিতিতে শিশুটিকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যায় । সেখানে পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন । ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কে বা কারা, কখন সদ্যোজাতের দেহ ফেলে গেল, তা জানা যায়নি । এ নিয়ে বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডল বলেন, "আজ সকালে রোগীর আত্মীয়রা সদ্যোজাতটিকে দেখতে পান । আমাদের স্টাফ এবং চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে । বাচ্চাটির মৃত্যু হয়েছে । আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিয়েছি । পুলিশ দেহটা নিয়ে গিয়েছে । " নিরাপত্তা নিয়ে তিনি বলেন, "আমরা দেখছি কী ঘটেছে । পুলিশ তদন্ত করছে । সেই মতো রিপোর্ট জমা পড়বে । কে বা কারা বাচ্চাটিকে রেখে গেল, তার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে । তদন্তের পরেই বিষয়টি নিয়ে বলা যাবে ।" কিন্তু, লোকচক্ষুর আড়ালে কীভাবে বাচ্চাটিকে হাসপাতালের শৌচালয়ে কেউ বা কারা ফেলে গেলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । এক রোগীর আত্মীয় পরেশ কর্মকার বলেন, "আমরা পরিবারের একজনকে নিয়ে এসেছি । দেখতে পেলাম ভিতরে দেওয়ালের পাশে পড়ে রয়েছে একটা বাচ্চা । মারা গিয়েছে কি না, তখন বুঝতে পারিনি । পরে সবটা

হরমুজ-উদ্বেগ জারি, বিশ্ববাজারে বাড়ল তেলের দাম



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ ইরানের বন্দর এলাকা বন্দর লেঙ্গেহর কাছে ফারুর দ্বীপে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। এর আগে, ইরানের ১৪০ টি সেনা সংক্রান্ত টার্গেটে মার্কিন মিসাইল আছড়ে পড়েছে। এরই মাঝে সংঘাত-রত দুই দেশই হরমুজ খোলা থাকবে নাকি বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরে। অন্যদিকে, সোমবারই বিশ্ববাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির খবর উঠে এল। ইরান আমেরিকার মধ্যে নতুন সংঘাতের মাঝে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ৩ শতাংশের বেশি বেড়েছে বলে দাবি করছে রিপোর্ট। রিপোর্ট বলছে, দিনের শুরুর লেনদেনে সেপ্টেম্বর মাসে সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দর ২.৪৬ ডলার বা ৩.২৪ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৭৮.৪৭ ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, আগস্ট মাসে সরবরাহের জন্য নির্ধারিত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ফিউচারের দর ২.৩৬ ডলার বা ৩.৩০ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৭৩.৭৭ ডলারে দাঁড়িয়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে কি ফের ভারতে জ্বালানি ঘিরে নতুন করে সংঘাত তৈরি হবে, সেই জল্পনার মাঝেই উঠে এল সুমিত রিতোলিয়ার এক মন্তব্য। সুমিত রিতোলিয়া, 'কেপলে' (Kple)-তে শোধনাগার ও তেলের বাজারের মডেল তৈরি করেন। তিনি বলছেন,' সাম্প্রতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির আগেই এই প্রণালী দিয়ে অপরিশোধিত তেলের প্রবাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। তবে ভারতের ক্ষেত্রে গত ১০০ দিনে পরিস্থিতি মূলত স্বাভাবিকই ছিল, তেল শোধনাগারগুলো আমদানির উৎস বৈচিত্র্যময় করার মাধ্যমে সফলভাবে সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রেখেছে।' ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও রাশিয়া থেকে আসছে; পাশাপাশি বিকল্প অবকাঠামোর মাধ্যমে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আসা সরবরাহ জ্বালানি জোগানের ক্ষেত্রে বাড়তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। হরমুজ ঘিরে পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা বেড়ে চলার মাঝেই ইরানের বন্দর আব্বাসে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। ফারুর দ্বীপের কাছে মার্কিন হামলায় একজন নিহত, ২ জন আহত হয়েছে বলে ইরান জানিয়েছে। এদিকে, কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রবিবার জানিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে পাল্টাপাল্টি হামলার সময় তিনটি সীমান্ত চৌকি ও সমুদ্রে অবস্থিত একটি তেল উত্তোলন কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়েছে। ইরান-আমেরিকা সংঘাত ফের বিশ্ব বাণিজ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। ইতিমধ্যেই ফের একবার ইরানে নতুন করে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। জানা গিয়েছে, ইরানের বন্দর এলাকা বন্দর লেঙ্গেহর কাছে ফারুর দ্বীপে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। এর আগে, ইরানের ১৪০ টি সেনা সংক্রান্ত টার্গেটে মার্কিন মিসাইল আছড়ে পড়েছে। এরই মাঝে সংঘাত-রত দুই দেশই হরমুজ খোলা থাকবে নাকি বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য

বিস্ফোরক অনুব্রত, 'লড়াকু ছেলে' শুভেন্দুর প্রশংসা

সুপ্রভাত বাংলাঃ এমন সব মন্তব্য শোনা গেল, যা নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে রাজ্য রাজনীতিতে । একদিকে তিনি বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানেন দলটার এই অবস্থা কেন হল', অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আখ্যা দিলেন 'খুবই লড়াকু ছেলে' বলে ! আবার একইসঙ্গে দাবি করলেন, ভবিষ্যতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলেরও সুপ্রিমো হতে পারেন ! ফলে কেষ্টর মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার পর ফের বীরভূম জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন অনুব্রত । রবিবার বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে প্রথম সাংবাদিক বৈঠকেই কার্যত একাধিক রাজনৈতিক বার্তা দিলেন তিনি । নিজের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে অনুব্রতের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "তৃণমূলের সভাপতি ছিলাম, আবার হলাম । দলকে ধন্যবাদ জানাই ।" তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে তাঁর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কিত মন্তব্য । কেষ্ট বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি দুর্বলতা ছিল, আছে, থাকবে । দিদির প্রতি শুধু আমার নয়, ঋতব্রত, ববি, অরূপ, বালুরও দুর্বলতা আছে । শুভেন্দুও একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করতেন ।" এরপরই সুকৌশলে মমতাপন্থীদের দিকে ছুড়ে দিয়েছেন প্রশ্ন, "তাহলে ঋতব্রতের দিকে গেলেই বেইমান বলা হবে কেন ?" খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই । অনুব্রতের দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানেন দলটার এই অবস্থা কেন হল । উনি নেত্রী, যা ইচ্ছা বলতে পারেন । আগামিকাল চাইলে উনিই এই দলের (ঋতব্রত তৃণমূল) সুপ্রিমো হতে পারেন । পার্টি অফিসে মমতার ছবি সব সময় থাকবে ।" এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, ঋতব্রতের নতুন তৃণমূল কি আদৌ মমতার বিরুদ্ধে, নাকি মূল লক্ষ্য অন্য কেউ ?

দক্ষিণবঙ্গে বারবে বৃষ্টি দফায় দফায়



সুপ্রভাত বাংলাঃ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার) কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সাথে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আবহাওয়ার বদলের খুব একটা সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে আগামী সপ্তাহ থেকে বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। ঝড়-বৃষ্টির সাথে দোসর হবে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। ঝড় বৃষ্টির কারণে তীব্র গরম আর নেই দক্ষিণবঙ্গে। একধাক্কায় অনেকটা নেমেছে তাপমাত্রা। তবে বৃষ্টি না হলে ভ্যাপসা গরম বজায় থাকছে। ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়ায়। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও কলকাতাতেও। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হবে রবিবারও। আগামী সপ্তাহে বাড়তে পারে বৃষ্টির দাপট। অক্ষরেখা দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের উপরে রয়েছে একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। সবকিছু মিলিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে স্থলভাগে আর বৃষ্টি হচ্ছে। আজ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শহর কলকাতায়।

সম্পাদকীয়

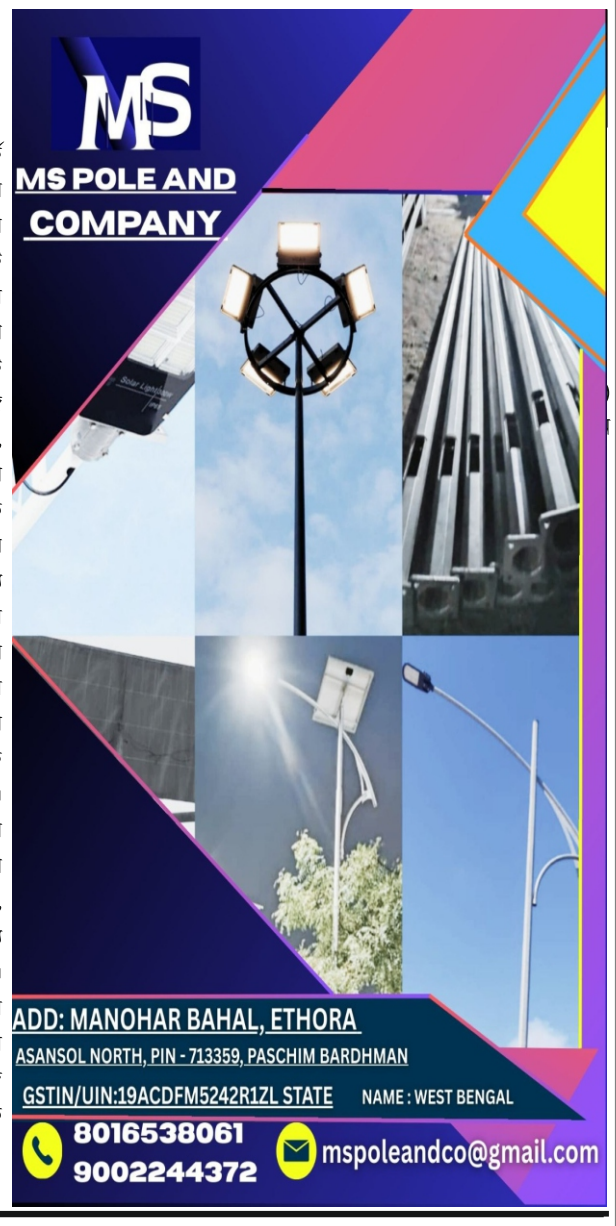
বারুইপুর-কাণ্ডে আতঙ্কে অন্য অভিযুক্তের পরিবার

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

মৃত্যুর পর থেকেই ভয়ের আবহ আর এক অভিযুক্ত দিবাকর সর্দারের পরিবারে । তাঁদের আশঙ্কা, তদন্তের স্বার্থে নিয়ে যাওয়ার সময় দিবাকরের ক্ষেত্রেও যেন একই পরিণতি না-হয় । সেই উদ্বেগের আবহেই বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে মামলার অন্যতম অপর অভিযুক্ত কবীর মোল্লাকে । পুলিশ সূত্রের খবর, কবীরের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনার নেপথ্য সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে এবং তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারেন তদন্তকারীরা । বসিরহাট থেকে গ্রেফতারের পর কবীরকে জেরা করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়ার আশা পুলিশের । এ দিকে প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর পর থেকেই উদ্বেগে দিবাকরের পরিবার । তাঁর ভাই ভাস্কর সর্দারের বক্তব্য, "আমার ভাই যদি দোষী হয়, আদালত আইন অনুযায়ী শাস্তি দিক । কিন্তু এনকাউন্টার নয়, বিচার হোক আদালতেই ।" একই সুর শোনা গিয়েছে দিবাকরের ভাইয়ের স্ত্রী মিলি সর্দারের গলায় । তাঁর কথায়, "প্রভাসের ঘটনার পর থেকে আমরা আতঙ্কে রয়েছি । আদালত যখন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে, তখন আইন মেনেই তদন্ত হওয়া উচিত ।" অন্য দিকে দিবাকরের মা দাবি করেছেন, তাঁর ছেলে নির্দোষ । তাঁর অভিযোগ, প্রভাস মণ্ডলের বয়ানের ভিত্তিতেই দিবাকরের নাম জড়ানো হয়েছে । যদিও পরিবারের এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে তদন্তকারী সংস্থা এখনও কোনও মন্তব্য করেনি ।

আদালতের নির্দেশ তুলে ধরে দাবি ঋতব্রতর

সুপ্রভাত বাংলাঃ তৃণমূল কংগ্রেসের রাশ কার হাতে থাকবে, সেই বিতর্কে এবার বড়সড় মোড় । অরূপ রায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসকেই আসল বলে স্বীকৃত দিয়েছে আদালত । রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । আদালতের একটি নির্দেশের প্রতিলিপি তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, অন্য কেউ তৃণমূল কংগ্রেসের নাম, পতাকা বা পার্টি অফিস ব্যবহার করতে পারবেন না । আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, গত 22 জুনের বিশেষ অধিবেশনে তৃণমূলের যে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেটিকেই একমাত্র বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আদালতের রায়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 22/06/2026 তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে নির্বাচিত জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিই হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত একমাত্র বৈধ নির্বাহী সংস্থা ।" তিনি আরও দাবি করেন, অরূপ রায়ের নেতৃত্বে যে কমিটি তৈরি হয়েছে, আইনিভাবে তারাই দল পরিচালনার অধিকারী । অন্য শিবিরের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়ে বিরোধী দলনেতা জানান, তৃণমূলের নাম করে আর কোনও বিভ্রান্তি ছড়ানো যাবে না । তাঁর কথায়, "এই অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস যার চেয়ারপার্সন অরূপ রায়, তা বাদ দিয়ে কেউ যদি কোথাও নিজেদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস বেয়ারার বলে দাবি করেন, সেটা অবৈধ, ওটা করা যাবে না ।" আদালতের রায়ে দলের নাম, সম্পত্তি বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পার্টি চালাবার ক্ষেত্রে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ, সেটা অবৈধ, করা যাবে না । নির্দেশ দেওয়া যাবে না । দলের নামে নির্দেশনা বা নিয়োগ করা যাবে না । পার্টির নামে কোনও ধরনের নির্দেশ দেওয়া যাবে না । এমনকী, নির্বাচন কমিশন বা অন্য কোনও সাংবিধানিক সংস্থার কাছেও দলের নাম করে অন্য শিবিরের কেউ যোগাযোগ করতে পারবেন না বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন । মেট্রোপলিটন এলাকার তৃণমূল ভবন-সহ অন্যান্য দলীয় কার্যালয় দখলের চেষ্টার বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন ঋতব্রত । তাঁর অভিযোগ, কিছু অবাঞ্ছিত লোক জোর করে দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছেন । তিনি বলেন, "কেউ যদি মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবন বা যে কোনও পার্টি অফিস জোরপূর্বক দখল করতে চা সেটাও আইনের চোখে অবৈধ ।



বিজেপি নেতাদেরও রেয়াত করবেন না: শমীক ভট্টাচার্য



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ সংবাদমাধ্যমকে আরও সরব হওয়ার আহ্বান ছিল আগেই । এবার যোগ হল নিজের দলের নেতাদেরও রেয়াত না করার প্রকাশ্য বার্তা ! কলকাতার এক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য । সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে শাসকদলের রাজ্য সভাপতির বার্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে যেমন সামনে তুলে ধরা উচিত, তেমনই কোনও বিজেপি নেতা, কর্মী বা দলের সমর্থক যদি একই ধরনের অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন, তা হলেও তাঁর ছবি-সহ নাম প্রকাশ করতে দ্বিধা করা উচিত নয় । শমীকের দাবি, "সত্য আড়াল করলে সাংবাদিকতার মর্যাদা থাকে না । কলকাতায় প্রগতিশীল রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত 'নির্ভীক সাংবাদিক সম্মান' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শমীক । বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্যের বড় অংশ জুড়েই ছিল সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক জবাবদিহি এবং সরকারের সমালোচনা করার অধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয়। শমীক বলেন, গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের কাজ কোনও রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করা নয় । বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে সত্য তুলে ধরা । তাঁর কথায়, "যখনই দেখবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, শিল্পের সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ হচ্ছে, ওয়াকফ সম্পত্তি দখল হচ্ছে, দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাস হচ্ছে কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে - তখনই তা তথ্য-প্রমাণ-সহ প্রকাশ করুন ।" এর পরেই নিজের দলের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, "যদি সেই ঘটনায় কোনও বিজেপি নেতা, বিজেপির অনুগামী বা বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকা কেউ জড়িত থাকেন, তা হলেও তাঁর ছবি-সহ নাম প্রকাশ করুন । কোনও আপস করবেন না । তাহলেই সংবাদপত্রের অধিকার ও সাংবাদিকতার মর্যাদা রক্ষা হবে ।" শমীকের এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ । কারণ, পালাবদলের বাংলায় এখন বিজেপির সরকার । সেখানে সরকার এবং নিজের দলের বিরুদ্ধে শাসকদলের কোনও নেতাকে সংবাদমাধ্যমের প্রতি এভাবে প্রকাশ্যে সরব হওয়ার আহ্বান খুব একটা দেখা যায় না । সেই দিক থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যকে ব্যতিক্রমী বলেই মনে করা হচ্ছে । অনুষ্ঠানের আয়োজকদের দাবি, অতীতের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যাঁরা সত্য প্রকাশে পিছিয়ে যাননি, সেই সব সাংবাদিকদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ । সেই মঞ্চ থেকেই শমীক সংবাদমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান, "অন্যায়কে আড়াল করবেন না । সত্য প্রকাশের সাহসই সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় শক্তি ।"

বারুইপুরের গণপিটুনিকাণ্ড ঘিরে তদন্তে বড় অগ্রগতি। শনিবারই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারুইপুরে গিয়ে গণপিটুনিতে যুবককে হত্যার ঘটনায় কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দেন। আর তার পরেই বারুইপুরে গণপিটুনিতে ৩৫ বছরের যুবক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭। অশান্তি বাধানো, সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দেওয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে জনসাধারণকে আঘাত এবং গণপিটুনির মাধ্যমে হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতারির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। গণপিটুনিতে নিহত যুবক নির্দোষ ছিলেন, তা আগেই জানান শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার ইন্দ্রজিতের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ২৫ লক্ষ টাকার চেক। এছাড়া, যুবকের দাদাকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরিও দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নাম-পরিচয় দেখে খুন করা হয়েছে। ৩৫ বছরের অবিবাহিত যুবককে হাত-পা বেঁধে মারধর করা হয়েছে। যাঁরা ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, এর পিছনে তাঁদের

প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল রাজ্য কমিটিতে



সুপ্রভাত বাংলাঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন । কিন্তু ছাব্বিশের নির্বাচনে দল তাঁর বদলে আইপ্যাকের রিপোর্টের ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের এক প্রোমোটারকে টিকিট দিয়েছিল 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই নিজেকে গৃহবন্দি করে ফেলেছিলেন মালদার দাপুটে নেতা তজমুল হোসেন । এতদিন তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি । ভোটের আগে নিজের ঘনিষ্ঠদের জানিয়েছিলেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার । টাকার বিনিময়ে এক বহিরাগত ব্যবসায়ীকে প্রার্থী করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । শেষে শনিবার প্রকাশ্যে দেখা মিলেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেনের । তবে মালদায় নয়, কলকাতায় । বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি । ওই শিবিরের প্রধান মুখপাত্র, চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তোলা তাঁর ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । সেই ছবি দেখেই প্রশ্ন উঠেছে, এবার কি মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সীও ঋত শিবিরে যোগ দেবেন ? এই মুহূর্তে তৃণমূলের দুই শিবির । দাবি আদায় করতে দুপক্ষই আদালতে গিয়েছে । প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে নেতাদের মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতি সরগরম । প্রায় নিত্যদিনই মমতা শিবিরের আয়তন কমে যাওয়ার খবর সামনে আসছে । শক্তি বাড়ছে ঋত শিবিরের । মালদার ছয় তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে ইতিমধ্যে চারজন নয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন । বাকি রয়েছেন আবদুর রহিম বক্সী ও হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মতিবুর রহমান । সূত্রের খবর, এই দু'জনও ঋতব্রত শিবিরের দিকে পা বাড়িয়ে রেখেছেন । এখন শুধু জল মাপার পালা । পাশাপাশি বিজেপি যোগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না । ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তজমুল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠও হয়ে উঠেছিলেন তিনি । তাঁকে একাধিক দফতরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী । কিন্তু তারপরও এবারের ভোটে দল তাঁকে টিকিট দেয়নি । এতে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি । হরিশ্চন্দ্রপুরের স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের একাংশের দাবি, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মতিবুর রহমানকে হারাতে সবরকম চেষ্টা করেছিলেন তজমুল । কিন্তু মতিবুরের জয় আটকাতে পারেননি । এতে তাঁর অবসাদ আরও বাড়ে । তিনি অন্তরালে চলে যান । তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যাচ্ছে, দিন তিনেক আগে তাঁকে ফোন করেন ঋতব্রত । কলকাতায় ডেকে পাঠান । এরপরেই কলকাতায় গিয়ে ঋতব্রতর সঙ্গে দেখা করেন তজমুল । তাঁকে নিজের শিবিরের রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেন ঋতব্রত ।কলকাতা থেকে তজমুল বলেন, "দলের সবাই ঋতব্রতর শিবিরে চলে যাচ্ছে । তাই আমিও গেলাম । এখানে আমি যথেষ্ট সম্মান পেয়েছি । আমাকে রাজ্য কমিটির সদস্য করা হয়েছে । কিছুদিন ধরে প্রাপ্য সম্মানটুকুই পাচ্ছিলাম না । এখন খুব ভালো লাগছে ।"

‘উন্নয়নের দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ, এখনই সচেতন না হলে ভবিষ্যৎ হবে কংক্রিটের জঙ্গল’: ট্রি ম্যান নবনীত পান্ডে



সুপ্রভাত বাংলা নিতাই মালাকারঃ দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের যুগে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ‘ট্রি ম্যান’ নামে পরিচিত পরিবেশকর্মী নবনীত পান্ডে। রবিবার পার্ক স্ট্রিট এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, “গাছপালা, বন-জঙ্গল, নদী, জলাশয় ও বন্যপ্রাণী শুধু প্রকৃতির সম্পদ নয়, মানুষের জীবন ও সভ্যতার ভিত্তি। এগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে আগামী প্রজন্মের জন্য শুধু কংক্রিটের জঙ্গলই রেখে যেতে হবে।”এই কর্মসূচিতে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার বিনয় কুমার সিং। নবনীত পান্ডে বলেন, ভারতের সংস্কৃতি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণের শিক্ষা দেয়। অশ্বত্থ, বট, নিম ও তুলসীর মতো গাছ শুধু উদ্ভিদ নয়, আমাদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই পরিবেশ রক্ষা কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতিরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।তিনি আরও বলেন, সবুজ প্রকৃতি মানুষকে শুধু অক্সিজেনই দেয় না, মানসিক শান্তি, সুস্থতা ও জীবনের ভারসাম্যও বজায় রাখে। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রায় মানুষ প্রকৃতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।প্রায় ১৯ বছর ধরে পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে নবনীত পান্ডে জানান, পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হলেও বাস্তবে আন্তরিক উদ্যোগের অভাব রয়েছে। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিপুল সংখ্যক চারা রোপণ করা হলেও সেগুলির পরিচর্যা ও সংরক্ষণের দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় না। তাঁর আহ্বান, শুধুমাত্র বৃক্ষরোপণ নয়, গাছকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও সকলকে নিতে হবে। এভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব।

ঋতব্রত-শিবিরে যোগ দিয়েই বিস্ফোরক রবীন্দ্রনাথ



সুপ্রভাত বাংলা প্রথম বড় রাজনৈতিক বার্তাতেই যেন স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর রাজনৈতিক আবেগের কেন্দ্রবিন্দু এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর সেই বার্তা দিতেই একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কোচবিহারের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রকৃত ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছিল না । বরং দলের রাশ চলে গিয়েছিল অন্য এক গোষ্ঠীর হাতে । সেই কারণেই বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে, আর অনেক নেতা 'লুটেপুটে খেয়েছেন' । ঋতব্রত শিবিরের কোচবিহার জেলা সভাপতির দায়িত্ব ঘোষণার পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য কার্যত রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । তাঁর বক্তব্যে সরাসরি কারও নাম না থাকলেও রাজনৈতিক মহলের বড় অংশের মতে, ইঙ্গিত ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংগঠনিক বলয়ের দিকেই । রবীন্দ্রনাথ বলেন, গত কয়েক বছরে সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এমন কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, যাঁদের কর্মকাণ্ডে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, জেলার পর জেলা এমন নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং ব্যক্তিস্বার্থকে দলের উপরে স্থান দিয়েছেন। ফলে তৃণমূলের সাংগঠনিক ভিত দুর্বল হয়েছে । তবে সমালোচনার সুর যতই তীব্র হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে তাঁর কণ্ঠে ছিল আবেগ । রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যতদিন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী থাকবে, ততদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার নেত্রী থাকবেন ।" শুধু তাই নয়, তিনি আরও দাবি করেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরে গেলেই আমরা আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফিরে যাব ।" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, প্রবীণ নেতার এই একটি বাক্যই নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনাকে উসকে দিয়েছে । কারণ, এতে স্পষ্ট হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি মমতার নেতৃত্বে নয়, বরং দলের সাম্প্রতিক সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে । রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কোচবিহারের অন্যতম মুখ । দীর্ঘ সময় তিনি জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন । 2016 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার

বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৭৫ - সোমবার ১৩ জুলাই ২০২৬ - ২৮ আষাঢ় ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ

১০০ দিনের কাজের নতুন রূপ: গঙ্গাসাগরে চালু ‘VB G RAMG’, খুশির হাওয়া এলাকায়

সুপ্রভাত বাংলাঃ সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর ১০০ দিনের কাজের নতুন রূপ: গঙ্গাসাগরে চালু ‘VB G RAMG’, খুশির হাওয়া এলাকায়দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ফের শুরু হলো গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প। ২০২১ সালের পরবর্তী সময়ে দুর্নীতির অভিযোগে মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে দীর্ঘ বিরতির পর নতুন আঙ্গিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এই প্রকল্প পুনরায় চালু হওয়ায় স্বস্তিতে এলাকার সাধারণ মানুষ। এবার থেকে এই প্রকল্প আর ‘১০০ দিনের কাজ’ নামে পরিচিত হবে না। এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে ‘VB G RAMG’। শুধু নামই নয়, কর্মদিবস ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে, যা স্থানীয় শ্রমিকদের জন্য বড় সুখবর। জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগরের কমলপুর এলাকায় এই নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।এই বিষয়ে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুমন্ত মন্ডল জানান, "দুর্নীতির অভিযোগে এতদিন কাজ বন্ধ ছিল। এখন স্বচ্ছতা বজায় রেখে নতুন নামে এবং বর্ধিত কর্মদিবসে কাজ শুরু হয়েছে। খুব দ্রুতই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েতে এই প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চালু হয়ে যাবে।"দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকার পর পুনরায় প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার দিনমজুর ও প্রান্তিক মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা আবারও সচল হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।



চুঁচুড়ার প্রণব কন্যা সংঘে প্রথম বার্ষিক রক্তদান শিবির, মহিলাদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো



সুপ্রভাত বাংলাঃ রাজকুমার প্রসাদ, হুগলি:সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে চুঁচুড়ার প্রতাপপুরের প্রণব কন্যা সংঘ। সেই ধারাবাহিকতায় এবার প্রথমবারের মতো মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে এবং গ্রীষ্মকালীন রক্তসংকট মোকাবিলার লক্ষ্যে সংঘ ভবনে আয়োজন করা হয় প্রথম বার্ষিক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির।কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রক্তদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা এবং তাঁদের অনেকেই জীবনে প্রথমবার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে মানবিকতার এক উজ্জ্বল বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আগামী ২৬ জুলাই সংঘের উদ্যোগে একটি বিনামূল্যে হৃদরোগ পরীক্ষা শিবির এবং ১৩ সেপ্টেম্বর চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অস্ত্রোপচারের জন্য বাছাই শিবির অনুষ্ঠিত হবে।অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সংঘের অধ্যক্ষা অমৃতানন্দময়ী মাতাজি এবং চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের উদ্বোধনের পর বিধায়ক রক্তদাতাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি প্রণব কন্যা সংঘের আবাসিক বালিকাদের সঙ্গে কিছু সময় গল্প-আড্ডায় কাটিয়ে তাঁদের খোঁজখবর নেন।এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে সংঘের অধ্যক্ষা অমৃতানন্দময়ী মাতাজি বলেন, "মানুষের সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। রক্তদান একটি মহৎ মানবিক উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও সমাজের কল্যাণে স্বাস্থ্য ও মানবসেবামূলক নানা কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।"

নিকাশি ব্যবস্থা নেই বললেই চলে



সুপ্রভাত বাংলাঃ হাসানুজ্জামান বসিরহাট: বসিরহাট পৌরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে নিকাশি ব্যবস্থা সঠিক না থাকায় প্রতিবছরই বর্ষাকালে জল যন্ত্রণায় ভোগে এইসব পৌর এলাকার বাসিন্দারা। তিন দিন আগে ভারী বৃষ্টির ফলে বসিরহাট পৌরসভার ৮, ৯, ১৭, ১৮ ,২০ ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডে জল জমে গেছে বেরোনোর কোন রাস্তা ,নেই নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে আছে। এদিন পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখা যায় রাস্তা, বাড়ির ভিতরে ঘরের মধ্যেও জল ঢুকে আছে। দু-একজন তো বাড়ি ছেড়ে তালা লাগিয়ে অন্যত্র বসবাস করছে। চৈতালী পাল বলেন আমরা স্বামী-স্ত্রী অসুস্থ হোম ডেলিভারি অর্ডার দিয়ে খাই, তারাও আসতে পারছে না। দীর্ঘ বছর ধরে জল যন্ত্রণায় ভুগছেন জানালেন অমীয় প্রধান এখানে ড্রেনের ব্যবস্থা সঠিকভাবে হয়নি। তিনি এই বিষয়ে বসিরহাট পৌরসভা কাউন্সিলরের সঙ্গে অনেকবার বৈঠক করেছেন কিন্তু কোন ফল হয়নি। দুর্নীতির অভিযোগে বসিরহাট পৌর কাউন্সিলররা এখন সব সাসপেন্ড। পৌরসভা চালাচ্ছেন মহকুমা শাসক। তারপরও একই অবস্থা এবছরেও। জল যন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি পাবে দিন গুণছে পৌর এলাকার বাসিন্দারা।

আলোয় সাজছে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা

সুপ্রভাত বাংলাঃ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরের মন্দির ও রাস্তা সাজানো হবে চন্দননগরের আলো দিয়ে । সেই অনুযায়ী তৈরি ছিলেন চন্দননগরের আলোক শিল্পীরা । ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা । শিবের মূর্তি ত্রিশূল-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অবয়বের আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে তারকেশ্বর মন্দির চত্বর ও রাস্তা । আলোক শিল্পীরা জানাচ্ছেন, এই প্রথম তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে এত বড় আর্থিক বরাদ্দের আলো পাঠানো হচ্ছে চন্দননগর থেকে । বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত 36 কিলোমিটার রাস্তা এলইডি আলোর বোর্ড গেট ও গাছে বিভিন্নরকমের আলো দিয়ে সাজানো হবে । কয়েক লক্ষ টাকার কাজ পাচ্ছেন আলোক শিল্পীরা । শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে হরিপালের কৈকালা থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত কাজের বরাদ পেয়েছেন চন্দননগরের আলোক শিল্পী মনোজ সাহা । তিনি বলেন, "চন্দননগরের আলো দিয়েই সাজানো হবে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা । নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত গোটা রাস্তা আলো দিয়ে সাজানো হবে । কলকাতার ঠিকাদার সংস্থা কাজ চন্দননগরের আলোক শিল্পীদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছে । কৈকালা থেকে তারকেশ্বর মন্দির পর্যন্ত আমি বরাদ পেয়েছি । প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার গাছে ও মন্দির চত্বরে এলইডি দিয়ে সাজানো হবে । আলোর গেটে থাকছে মন্দিরের আদল, শিবের মূর্তি । বিভিন্নরকম ডিজাইন দিয়ে গেটও করা হচ্ছে । তিনি আরও বলেন, "সারাদেশে দুর্গাপুজো,জগদ্ধাত্রী পুজো, কালীপুজো-সহ বিভিন্ন সময়ে চন্দননগর থেকেই আলো যায় । আমাদেরও ইচ্ছা ছিল শ্রাবণী মেলাকে আলো দিয়ে সাজানোর । রাজ্যে নতুন সরকার আসায় আমাদের সেই আশা পূরণ হয়েছে । আগে স্থানীয় আলোক শিল্পীদের দিয়ে সাজানো হতো তারকেশ্বর । এই প্রথম নতুন সরকার আসায় চন্দননগরের আলো যাচ্ছে শ্রাবণী মেলায় ।" বরাদের কাজ নিয়ে মনোজ সাহা বলেন, "আমাদের কারখানায় লোহার স্ট্রাকচারে গেট তৈরি করা হচ্ছে । প্রস্তুতি শেষের দিকে । সরকারের PWD মারফত আলোর দিয়ে সাজানোর দায়িত্ব এসেছে আমাদের কাছে । তারাই সরকারি ঠিকাদার দিয়েই কাজ করাচ্ছে । তবে কাজের বরাদ চন্দননগর আলো অ্যাসোসিয়েশনের থেকে দিলে ভালো হত । সেটা হয়নি । যদিও চন্দননগরের কয়েকজন আলোক শিল্পী এই কাজ পেয়েছেন। এতে কিছুটা হলেও চন্দননগরের আলোক শিল্পের উন্নতি হবে । শিল্পীরাও কাজ পাবেন ।" চন্দননগরের আরেক আলোক শিল্পী প্রদীপ সাউ সাব কন্টাক্টে কাজ পেয়েছেন । তিনি বলেন, "15 লাখ টাকার কাজ এসেছে । স্টিট লাইটের বোর্ড থেকে আলোর গেট লাগানো হবে রাস্তাজুড়ে । বাঁকে করে জল নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য থেকে শুরু করে শিবের মূর্তি- সবই থাকবে আলোর বোডে । লোহার স্ট্রাকচারে রাস্তার দু'ধারে লাগানো থাকবে আলোর ত্রিশূল, ডমরু ও পদ্ম ফুল । সেগুলি তৈরি হচ্ছে আমার এখানে ।" তবে বরাদ পাওয়া চন্দননগরের আলোক শিল্পী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম । শিল্পীরা আগামিদিনে আলো অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে কাজের বরাদ দেওয়ার আবেদন করেছেন রাজ্য সরকারের কাছে । শিল্পীদের দাবি, কলকাতার ঠিকাদার সংস্থা দিয়ে কাজ করালে তাঁদের লভ্যাংশ কমে যায় । তাই সরাসরি চন্দননগরের আলোক শিল্পের জোয়ার আনতে এখানকার শিল্পীদের এই বরাদ দেওয়া হোক । তাতে আলোকশিল্পের উন্নতি ঘটবে । সরকারের উদ্দেশ্যও সফল হবে ।



কলেজছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের চেষ্টা



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি কলেজছাত্রীকে প্রকাশ্য রাস্তায় জোর করে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে । ছাত্রীটির প্রাণপণ প্রতিরোধ করেন । তাঁর চিৎকার শুনে কয়েক জন দিনমজুরের তৎপর হন । তার জেরেই বড়সড় বিপদ এড়ানো গেল। অভিযুক্ত পালিয়ে গেলেও রাতেই তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মিজানুর মণ্ডল । রবিবার তাকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে । তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । শনিবার বিকেলে পাশের একটি গ্রাম থেকে বনগাঁ শহরে টিউশন পড়তে এসেছিলেন ওই কলেজছাত্রী । পড়া শেষে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি । অভিযোগ, একটি নির্জন রাস্তায় মোটরবাইক নিয়ে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল মিজানুর । ছাত্রীকে দেখে প্রথমে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও অশালীন ইঙ্গিত করতে শুরু করে সে । পরিস্থিতির আঁচ পেয়ে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তরুণী । কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি । অভিযোগ, মোটরবাইক রেখে ছুটে এসে তাঁর পথ আটকে দেয় অভিযুক্ত । জোর করে সাইকেল থেকে নামিয়ে রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । কলেজছাত্রী সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেন । কোনওমতে অভিযুক্তের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করতে করতে রাস্তার দিকে দৌড়ে আসেন । সেই সময় বনগাঁ শহর থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন কয়েক জন দিনমজুর । তাঁদের কানে পৌঁছয় তরুণীর আর্তনাদ। পরিস্থিতি বুঝে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। শ্রমিকদের এগিয়ে আসতে দেখে মোটরবাইক নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত । উদ্ধার হওয়ার পর ঘটনার কথা শ্রমিকদের জানান ওই ছাত্রী । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পরিবারের সদস্যরা । রাতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মিজানুরকে গ্রেফতার করে । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত বিবাহিত এবং তার একটি সন্তানও রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এলাকার নির্জন রাস্তায় বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পথচলতি মহিলাদের উদ্দেশে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা ছিল মিজানুরের নিত্য অভ্যাস। অতীতেও তার বিরুদ্ধে মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল বলেও দাবি করেছেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ । পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জেরায় অভিযুক্ত নিজের দোষের কথা স্বীকার করেছে । তবে তদন্তের স্বার্থে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।



এখনও খোঁজ নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ১৫ মৎস্যজীবীর



সুপ্রভাত বাংলাঃ 5 জুলাই থেকে গভীর সমুদ্রে নিখোঁজ পূর্ব মেদিনীপুরের শংকরপুরের 'জয় মা কালী' ট্রলার এবং তাতে থাকা 15 জন মৎস্যজীবীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যাবে । কিন্তু, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই আশার আলো নিভে গেল । গত 2 জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের শঙ্করপুর মৎস্যবন্দর থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে রওনা দেয় 'জয় মা কালী' ট্রলারটি । সেটিতে মোট 15 জন মৎস্যজীবী ছিলেন । জানা যায়, 5 জুলাইয়ের পর থেকেই ট্রলারটির সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । এরপর থেকেই ট্রলারটিকে নিখোঁজ বলে ঘোষণা করা হয় । ঘটনার পর থেকেই প্রশাসন, কোস্টগার্ড, ভারতীয় নৌবাহিনী এবং মৎস্যজীবী সংগঠনগুলি যৌথভাবে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে । কিন্তু, তল্লাশিতে কোনও সাফল্য মেলেনি শনিবার সকালে আচমকাই খবর ছড়িয়ে পড়ে, দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের বাঘেরচর সংলগ্ন সমুদ্রে একটি বিকল ট্রলারকে উদ্ধার করা হয়েছে । প্রথমে মনে করা হয়, সেটিই নিখোঁজ 'জয় মা কালী' ট্রলার । শংকরপুর ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বদেশরঞ্জন নায়ক প্রাথমিকভাবে জানান, নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে । এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শংকরপুরে মৎস্যজীবীদের পরিবারে স্বস্তি ফেরে ।শুধু শংকরপুর নয়, ওড়িশাতেও এই খবর ছড়িয়ে পড়ে । কারণ, নিখোঁজ 15 জন মৎস্যজীবীর মধ্যে দু'জন ওড়িশার ভোগরাই এলাকার বাসিন্দা । খবর পেয়ে ভোগরাইয়ের বিধায়ক শংকরপুরে পৌঁছে যান । এমনকী প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছিল । কিন্তু, দিনের শেষে সমস্ত আশায় জল ঢেলে দেয় বাস্তব । কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যে ট্রলার উদ্ধারের খবর ছড়িয়েছিল, সেটি 'জয় মা কালী' নয় । সেটি কাকদ্বীপের 'এফবি আলফা' । পরে শংকরপুর ফিশারম্যান অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বদেশরঞ্জন নায়ক বলেন, "আজ সকালে আমি নিজে বলেছিলাম যে, জয় মা কালী ট্রলার যেটি মাঝ সমুদ্রে নিখোঁজ ছিল, তার খোঁজ পাওয়া গেছে । তবে, সেই খবরটি সম্পূর্ণ ভুল । তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী । উদ্ধার হওয়া ট্রলারটি অন্য ।" কাকদ্বীপের ট্রলার মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, "আমাদের কাছে আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তা ছিল 2 থেকে 7 জুলাই পর্যন্ত সমুদ্রে না-যাওয়ার । সাত তারিখের পর আমাদের ট্রলারগুলি সমুদ্র যায় । তবে, তখনও অস্বাভাবিক ঢেউ থাকায় ট্রলারগুলি ফিরে আসে । তখনই 'এফবি আলফা' নামে আমাদের একটা ট্রলার সমুদ্রে ফেঁসে যায় । গত কয়েকদিনে আমাদের কয়েকটি ট্রলার বকখালির কাছে সেই ট্রলারের 12 জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করেছে । তবে, 'এফবি আলফা' ট্রলারটি ডুবে গিয়েছে । তার হোজ পাইপে জল ঢুকে ফেটে গিয়েছে ।" এদিকে ট্রলার মালিকপক্ষও হন্যে হয়ে নামখানা, কাকদ্বীপ-সহ বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন সম্ভাব্য কোনও সূত্রের খোঁজে । প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে । কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী সমুদ্রে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করেছে । পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রলার এবং মৎস্যজীবীদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । তবে, এখনও পর্যন্ত এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি, যা থেকে 'জয় মা কালী' ট্রলারের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় । সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে উদ্বেগ । প্রতিটি ঘণ্টা যেন আরও কঠিন হয়ে উঠছে নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের পরিবারের কাছে । ঘরে ফিরবেন তো তাঁদের প্রিয়জন ? নাকি গভীর সমুদ্রে বড় কোনও বিপদের মুখে পড়েছেন তাঁরা ? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও কারও কাছে নেই । প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান জারি রাখার আশ্বাস দেওয়া হলেও, পরিবারের সদস্যদের চোখ এখন সমুদ্রের দিকেই ।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্যোগী কেন্দ্র



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিবিড় পরামর্শের মাধ্যমে, বাংলার উপযুক্ত ভূখণ্ডে বাঘের পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা উভয়কেই শক্তিশালী করবে। এই সাফল্য একটি বৃহত্তর জাতীয় রূপান্তরের অংশ।" তিনি আরও বলেন, "2014 সাল থেকে ভারতে বাঘ সংরক্ষণাগারের সংখ্যা 47 থেকে বেড়ে 58 হয়েছে। যা দেশের সংরক্ষণ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করেছে। 2015 সালে এশীয় বাঘের সংখ্যা 523 থেকে বেড়ে 2026 সালে 891 হয়েছে। যা নিবদ্ধ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার কার্যকারিতার প্রতিফলন।" রামসার সাইটের সংখ্যাও বিপুল হারে বেড়েছে বলে তিনি দাবি করেন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুন্দরবনে বিপুল সংখ্যক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অংশ এই প্রজাতির বাঘের সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। মঙ্গলবার ধনধান্য স্টেডিয়ামে জেডএসআই (জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) 111তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। সেখানেই তিনি এই দাবি করেন। নিজের সংসদীয় এলাকার উদাহরণ টেনে মন্ত্রী বলেন, "নষ্ট হতে থাকা বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, গ্রিন ক্রেডিট প্রোগ্রাম, অথবা জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, ভারত এমন এক উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই। সংরক্ষণের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার কেবল আমাদের নীতিতেই নয়, পরিমাপযোগ্য ফলাফলের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়।" তিনি আরও বলেন, "গত সপ্তাহেই আমরা সারিস্কায় সফলভাবে বাঘ পুনঃপ্রবর্তনের 18 বছর পূর্তি উদযাপন করেছি। এই ভূখণ্ডটি আমার হৃদয়ের খুব কাছের। কারণ, এটি আমার সংসদীয় দায়িত্বের আওতায় পড়ে। আজ সারিস্কা একটি শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে, কোনও বাঘ না থাকা অবস্থা থেকে টেকসই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার কী অর্জন করতে পারে। এই অভয়ারণ্যটিতে এখন 56টি বাঘের আবাসস্থল, যা এটিকে ভারতের অন্যতম অনুপ্রেরণামূলক সংরক্ষণ সাফল্যের গল্পে পরিণত করেছে।" এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেডএসআই এবং বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (বিএসআই) দ্বারা যৌথভাবে সংকলিত 'অ্যানিমেল ডিসকভারিজ–2025' এবং 'প্ল্যান্ট ডিসকভারিজ–2025' প্রকাশ করেছেন। 'অ্যানিমেল ডিসকভারিজ–2025' থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় ডেটাবেসে 709টি নতুন প্রাণীর রেকর্ড যুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে বিজ্ঞানের দিক সম্পূর্ণ নতুন 483টি প্রজাতি এবং ভারতে প্রথমবারের মতো নথিভুক্ত 226টি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে, ভারতের মোট প্রাণী জীববৈচিত্র্য এখন 1 লক্ষ 5 হাজার 953 প্রজাতিতে দাঁড়িয়েছে। যা বিশ্বের অন্যতম প্রধান মেগাডাইভার্স দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নতুন আবিষ্কারের আঞ্চলিক বিভাজন: রাজ্য অনুযায়ী নিবন্ধিত নতুন প্রজাতির সংখ্যা - কেরালা 98 (দেশব্যাপী সর্বোচ্চ), পশ্চিমবঙ্গ 76, কর্নাটক 67 ও অরুণাচল প্রদেশ 65. এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার, বই উন্মোচন করেন। যার মধ্যে রয়েছে:

1. অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বুক: অ্যানিমেল ট্যাক্সোনমি সামিট 2026 (দ্বিভাষিক: ইংরেজি ও হিন্দি)
2. রেকর্ডস অফ দ্য জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (বিশেষ সংখ্যা: এটিএস 2026)
3. ফনা অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
4. জীব দর্পণ
5. ফনাল ডাইভারসিটি অফ ড্রাই ডেসিডুয়াস ফরেস্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল
6. ফনাল ডাইভারসিটি অফ প্রোটেক্টেড এরিয়াস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল (বেথুয়াডহরি, বিভূতিভূষণ, রামনবাগান, বল্লভপুর এবং রায়গঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য-সহ)

উল্লেখ্য, জেডএসআই ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত হয়। যা 1916 সালে প্রতিষ্ঠিত। যার সদর দফতর কলকাতায়। প্রাণীজগতের গবেষণার জন্য দেশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে, জেডএসআই শ্রেণিবিন্যাসগত অগ্রগতিকে চালিত করে চলেছে।

খেলার খবর

সোনার বলের মালিক এবার সবুজ মেরুনে



সুপ্রভাত বাংলাঃ মৃগাঙ্ক সরকারঃ

বিশ্বকাপের মাঝেই সাম্বার দেশের দাপুটে মিডিও মিগুয়েল ফিগুয়েরা দামাসোনাকে দলে নিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গতবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সোনার বলের মালিকের সঙ্গে দুবছরের চুক্তি হল সবুজ মেরুনের। সিরি এ লিগে খেলা মিগুয়েল এশীয় মহাদেশে এসে প্রথম নজর কাড়েন বাংলাদেশে ক্লাবে খেলার সময়। বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব বসুন্ধরা কিংসে তিন বছর খেলার পর গতবছর খেলতে আসেন ভারতে। প্রথম বছর খেলতে নেমেই নিজের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করানো ছাড়াও প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে সোনার বল জেতেন তিনি। অ্যাটাকিং মিডিও হিসাবে মাঝমাঠের শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি ফুলঝুরির মতো গোলের ঠিকানা লেখা পাস বাড়াতে পারেন ব্রাজিলের এই ছাব্বিশ বছর বয়সী ফুটবলার। গত মরসুমে আই এস এলে ১২ ম্যাচ খেলে দুটি গোল করা ছাড়াও পাঁচটি গোলের পাস বাড়িয়েছেন তিনি। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে চুক্তির পর ব্রাজিল থেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবি এসজি মিডিয়া টিমকে মিগুয়েল ফিগুয়েরা যা বললেন.....“মোহনবাগান সমর্থকরা অনেকটা ব্রাজিলের সমর্থকদের মতোই আবেগপ্রবণ, প্রাণবন্ত। কলকাতায় একবছর খেলার সুবাদে দেখেছি সবুজ মেরুণ সমর্থকদের দলের প্রতি ভালোবাসা। প্রত্যাশা আর আবেগ নিয়ে ওঁরা গ্যালারি ভরিয়ে তোলেন। ওঁরা ম্যাচ জেতা এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। সেজন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। গ্যালারির এই যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চাপ. এটা নিয়ে খেলতেই আমি ভালবাসি এবং সেটা উপভোগও করি। সবুজ মেরুন জার্সি পরার জন্য আমি মুখিয়ে আছি। দেশের সেরা দলের সেরা সমর্থকদের সামনে নতুন জার্সি পরে নামব সেটা ভেবে রোমাঞ্চিতও হচ্ছি।““মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পক্ষ থেকে যখন আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয় সেটা আমি প্রথম জানাই আমার স্ত্রী-কে। কারণ এটা দেশের সেরা ক্লাবের প্রস্তাব, ভাবতে তো হবেই। তাই আমরা দুজনে বেশ কয়েকদিন এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। পাশাপাশি ক্লাবের সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টেই নতুন মরসুমে খেলব।““মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেই খেলাটা কতটা কঠিন সেটাও জানি। সবুজ মেরুন জার্সির সমর্থকরা সবসময়ই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ভাবনা ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। সেজন্যই শুধু আইএসএল নয়. ডুরান্ড কাপ, সুপার কাপ—যে প্রতিযোগিতায় নামব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই দলকে সাহায্য করব। গোল করার চেয়েও আমি গোলের পাস বাড়াতে ভালোবাসি। স্ট্রাইকারে জেমি ম্যাকলারেনের মতো গোল শিকারিকে পাব। ম্যাকলারেনের সঙ্গে মাঠে কিছু ম্যাজিক দেখাতে চাই। ওর সঙ্গে কিছু ভাল গোলের সেলিব্রেশনের মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই।“ “কলকাতা ডার্বি সবসময়ই বিশেষ ম্যাচ। সমর্থকদের কাছে এই ম্যাচের মাহাত্ম কী তা আমি জানি। ওই ম্যাচের দিনের সঙ্গে অন্য দিনের তুলনাই হয়না। এ বার ডার্বিতে আমি সবুজ মেরুন জার্সি পরে নামব। যেখানে যে প্রতিযোগিতাতেই ডার্বি হবে সেখানে মোহনবাগান জিতবে, জেতানোর জন্য একশো শতাংশ দেব আমি। নিশ্চিত থাকুন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। ডার্বি জেতা মানে সারা সপ্তাহটা ভাল যাওয়া। আর হারলে এক সপ্তাহ কষ্ট নিয়ে থাকতে হয়। সদস্য সমর্থকদের সেই কষ্টটা দিতে চাই না।“ “বাংলাদেশের সেরা ক্লাব বসুন্ধরা কিংসে তিন বছর খেলেছি। চ্যাম্পিয়ন করেছি লিগে। ভারতেও খেলেছি গতবছর। বলতে দ্বিধা নেই বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের লিগের মান অনেক উন্নত। বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। ভারতীয় ফুটবলাররা অনেক বেশি প্রতিভাবান এবং দক্ষ, বাংলাদেশের ফুটবলারদের তুলনায়।““মোহনবাগান এবার আরও শক্তিশালী দল নিয়ে মাঠে নামবে। ভারতের জাতীয় দলের বেশিরভাগ ফুটবলার এবারও মোহনবাগানে খেলবে। বিদেশিদের মধ্যে আলবার্তো রদরিগেজ অসাধারণ ডিফেন্ডার। আলবার্তোর বিরুদ্ধে খেলেছি ডার্বিতে। ওকে টপকানো কঠিন। খুব শক্তিধর, গতিশীল এবং আমার দেখা আইএসএলের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার।“

কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ফলতায়

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব সংবাদদাতা, সরকারি আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের তালিকায় একাধিক অসংগতি ধরা পড়ায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক ভূমিকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা। তিনি বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও করেছেন। বিধায়কের অভিযোগ, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মজলিশপুর এলাকায় আবাস প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকায় গুরুতর গরমিল রয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সরকারি নথি খতিয়ে দেখেই এই বিস্ফোরক তথ্য সামনে এসেছে বলে দাবি তাঁর। অভিযোগ অনুযায়ী, বহু প্রকৃত উপভোক্তার নাম তালিকায় নেই। অথচ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে পাকা বাড়ির আশায় সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের অনেকের নামই বাদ পড়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর, উপভোক্তাদের তালিকার একাধিক স্থানে প্রকৃত নামের পরিবর্তে 'ZZZ' অথবা 'FFF'-এর মতো স্রেফ কিছু অক্ষর লেখা রয়েছে। সরকারি তালিকায় এ ধরনের নাম কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হল, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। এই ধরনের নাম দেখে অনেকেই মনে করছেন, ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা হয়েছে। বিধায়ক দেবাংশু পান্ডার বক্তব্য, এটি নিছক প্রশাসনিক ভুল বলে ধরে নেওয়া কঠিন। তাঁর মতে, এত বড় প্রকল্পে এই ধরনের গরমিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং এর পিছনে সুপরিকল্পিত দুর্নীতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, "যদি প্রকৃত উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে ভুয়ো নাম দেখিয়ে টাকা তোলা হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। কারা এর সঙ্গে যুক্ত, তা খুঁজে বের করা জরুরি। স্থানীয়দের অভিযোগ, আবাস প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহহীন ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিকে মাথা গোঁজার স্থায়ী ঠিকানা করে দেওয়া। কিন্তু বাস্তবে বহু দরিদ্র পরিবার এখনও কাঁচা বা ভাঙাচোরা বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে সরকারি তালিকায় সন্দেহজনক নাম উঠে আসায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা কুন্তল মজুমদার জানান, গ্রামের বহু পরিবার বছরের পর বছর আবাসের জন্য আবেদন করে অপেক্ষা করছেন। অথচ তাঁদের অনেকের নাম তালিকায় নেই।

পাসপোর্ট-কাণ্ডে রাজাগোপাল



সুপ্রভাত বাংলাঃ পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনও আটকে যেতে পারে ? এই প্রশ্নই এখন জাতীয় স্তরে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু । দ্য টেলিগ্রাফ এর প্রাক্তন সম্পাদক আর. রাজাগোপালের অভিযোগ, এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ার পরই কার্যত থমকে যায় তাঁর পাসপোর্ট নবীকরণের প্রক্রিয়া । শুধু তাই নয়, সেই জটিলতার কারণে সম্প্রতি আমেরিকায় একমাত্র মেয়ের বিয়েতেও উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি । দীর্ঘ টালবাহানা এবং জাতীয় স্তরে বিতর্ক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর ফোন এবং অবশেষে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ নড়েচড়ে বসলেও, রাজাগোপালের দাবি, শুধু তাঁর পাসপোর্টের সমাধান হলেই হবে না, এসআইআর এবং পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের মধ্যে আদৌ কোনও আইনি যোগ রয়েছে কি না, সেই নীতিগত প্রশ্নেরও স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে প্রশাসনকে । এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ধ্রুবজ্যোতি দে ইটিভি ভারত-কে জানিয়েছেন, "বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনেই দেখা হচ্ছে । যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করা হবে । পাশাপাশি আবেদনকারীরা যাতে তাঁদের কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও কোনও বিরূপ পরিস্থিতির শিকার না হন, সেটাও নিশ্চিত করা হবে ।" ঘটনার মোড় ঘুরেছে রাজাগোপালের বক্তব্যে । মঙ্গলবার সন্ধেয় ইটিভি ভারত-কে তিনি বলেন, "আমি 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে পাসপোর্ট নবীকরণের আবেদন করি । মার্চ মাসে এসআইআর এর সময় ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ যায় । তারপর মে মাস থেকে হয়রানি শুরু হয় । কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আমাকে জানানো হয়, ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করা যাবে না ।

Mobile - 8250733567

Published by Shrawan Kumar Vishwakarma, on behalf of Shrawan Kumar Vishwakarma published from and Printed by Supravat Printers, DVC MORE, KALIPAHARI, N H- 2, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL-713340

CMD: Shrawan Kumar Vishwakarma
Editor : Sankar Nath Halder